بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৭ জুন ২০১৮

যুক্তরাজ্য মজলিসে শূরার উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধানের ভাষণ

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন ইসলামের প্রচারের জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাহসের প্রয়োজন

গত ২৩শে জুন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের *মজলিসে শূরা*-কে উদ্দেশ্য করে এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন।

মজলিস-এ-শূরা হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রতিষ্ঠিত মূল পরামর্শ সভা যেখানে ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচারে এ জামা'তের কর্মকাণ্ডকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার বিষয়ে প্রস্তাবসমূহ আলোচিত হয়। প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত অতিথি এ শূরায় যোগদান করেন।

লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে পৌঁছে সম্মানিত হুযূর দুই দিনের এ সমাবেশের উদ্দেশ্যে ৪০ মিনিট বক্তব্য রাখেন। এ সময় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“শূরার প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের পূর্ণ বিনয় অবলম্বন করা উচিত আর কখনো মনে করা উচিত না যে আপনার মতামত অন্য কারো মতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব রাখে। এমন বিনয়ের চেতনা এটি নিশ্চিত করবে যে শূরা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের এক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে ইতিবাচক মত বিনিময় ও উচ্চতর মানের আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“শূরার প্রত্যেক সদস্যের অনুধাবন করা আবশ্যক যে তাক্ওয়া ছাড়া কোন কিছুই অর্জিত হতে পারে না, আর এ তাক্ওয়া ছাড়া শত আলোচনা ও বিতর্ক কোন দিন সুফল বয়ে আনতে পারবে না। তাকওয়ার দাবি এই যে, আপনার হৃদয়ে আল্লাহতা’লার স্থায়ী এক ভীতি বিরাজ করবে আর আপনি অনুধাবন করবেন যে আল্লাহতা’লা আপনার প্রত্যেক চিন্তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি জানেন আপনি মুখে যা বলছেন আন্তরেও সেই মতই ধারণ করেন কি না নাকি সেগুলো কোন স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ।”

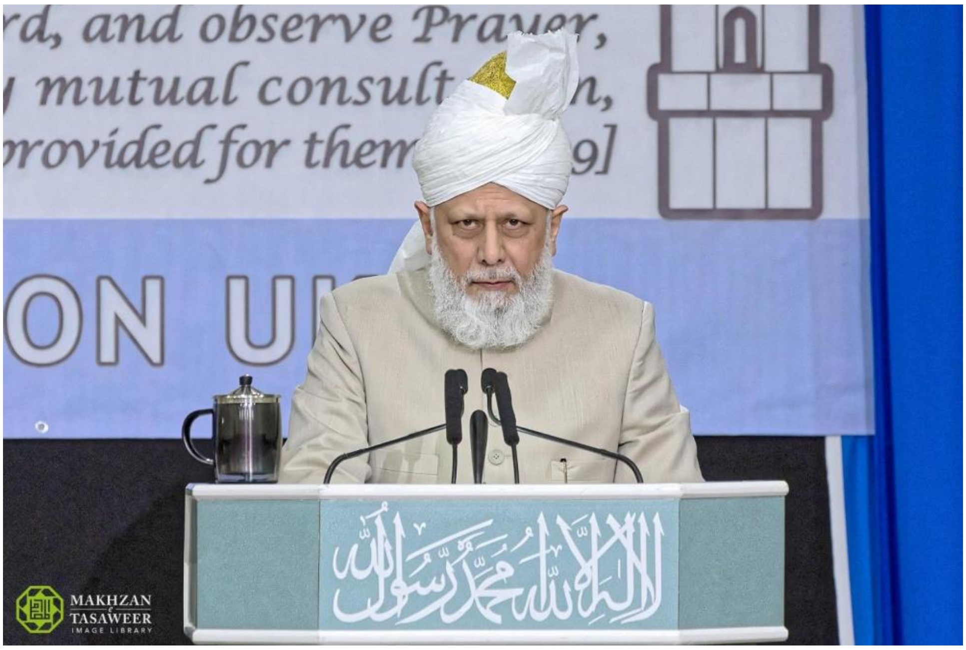

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, একটি বিষয় যা প্রতি বছরই শূরায় আলোচিত হয় তা হল আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বার্ষিক বাজেট। যেহেতু জামা’তের তহবিলসমূহ পুরোপুরিই আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সদস্যদের আর্থিক কুরবানী থেকে আসে। সম্মানিত হুযূর বলেন যে, বাজেটের ভিত্তি *‘ন্যূনতম সম্পদ; সর্বোচ্চ ব্যবহার’*-এ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মূলনীতির উপর হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, যে স্পৃহার সাথে আর্থিক কুরবানী করা হয়েছে তা কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সকল সময়ে কর্মকর্তাগণ বা যারাই আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের অর্থ বরাদ্দ বা ব্যয় করে থাকেন, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কোন চেতনার সাথে এ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। কখনো কখনো, আহমদীরা নিজ প্রয়োজন বা চাহিদাকে অপূর্ণ রেখে নিজেদেরকে কষ্ট বা কাঠিন্যের মধ্যে নিপতিত করে যেন জামা’তের চাহিদা পূরণ হতে পারে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“যদি আহমদী মুসলমানগণ আল্লাহর জামা’তের খাতিরে এমন আন্তরিক কুরবানী করে থাকেন আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে বরণ করে নেন তবে যারা কর্মকর্তা আর যারা বাজেট প্রস্তুত করেন, তাদের অবশ্যই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত যে প্রতিটি পয়সা যথাযথ যত্নের সাথে ব্যয় করা হয় আর তার যথাযথ হিসাব রাখা হয়।”

সম্মানিত হুযূর স্মরণ করিয়ে দেন যে ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণীকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যেভাবে আমি আমার খুৎবাসমূহে বহুবার বলেছি, মহানবী (সা.) এর মাধ্যমেই এক পূর্ণাঙ্গ, চিরন্তন শিক্ষা এবং নিখুঁত শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর এটি মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগের জন্য নির্ধারিত ছিল যে, আধুনিক প্রযুক্তি, মিডিয়া ও অন্যান্য আধুনিক মাধ্যমের আগমনের সাথে এ উৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রচার তার চরম শিখরে পৌঁছবে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আমরা সেই সৌভাগ্যবান মানুষ যারা সেই আশীষমণ্ডিত যুগে বাস করি যে যুগে শাশ্বত ধর্ম ইসলামের জন্য এর চরম শিখরে পৌঁছানো নির্ধারিত আর তাই আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সাফল্য ও উন্নতির জন্য ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টার মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। এটিই আমাদের ঐশী মিশন, সুতরাং একে কখনো হালকাভাবে নেবেন না।”

সম্মানিত হুযূর বলেন যে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার প্রসারের জন্য আহমদী মুসলিমদের সাহসী হতে হবে এবং বিরোধিতা সহ্য করতে সম্মত হতে হবে। এ কথা উল্লেখ করে যে, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে *‘মসীহ আবির্ভূত হয়েছেন’* এ বিলবোর্ড প্রচারণার কিছু বিরোধিতা হয়েছে। সম্মানিত হুযূর বলেন যে এমন বিরোধিতার ফলে আহমদী মুসলিমদের মনোবল দুর্বল হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে, সফলভাবে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাহস তিনটিই থাকা প্রয়োজন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমরা যাই উপস্থাপনের চেষ্টা করি না কেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বা ইসলামের এমন কিছু বিরুদ্ধবাদী চিরকাল থাকবে যারা আমাদের সকল প্রয়াসকে নেতিবাচকভাবে দেখবে, কিন্তু আমাদের এতে পিছু হটা বা এমন লোকদের ভয়ে লুকিয়ে পড়া উচিত না। এটা কি সত্য না যে, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ এবং আরো কিছু দেশে আহমদী মুসলিমরা বড় বড় পরীক্ষা ও চরম বিরোধিতার মুখোমুখি? ... কিন্তু, এ বিরোধিতা সত্ত্বেও, আমাদের আহমদী মুসলমানেরা ভীরুতা প্রদর্শন করেন না, বরং তারা নির্ভীক চিত্তে নিজ বিশ্বাসের উপর পূর্ণ ভরসার সাথে ক্রমাগত সামনেই অগ্রসর হতে থাকেন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“কোন বিরোধিতার উদয় হলে ভীত হবেন না। এটি অন্ততঃ পক্ষে এ দিকে ইশারা করে যে এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের বাণী পৌঁছাচ্ছে। আপনাদের তবলীগী প্রচেষ্টার সফলতার জন্য আপনাদের মাঝে সাহসিকতা থাকা আবশ্যক, আপনাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করতে হবে আর আপনাদের নিজ ধর্মের জ্ঞান থাকতে হবে। ইসলামের বাণীকে প্রচারের জন্য এগুলো হল মৌলিক উপাদান।”

সম্মানিত হুযূর মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ ও তাকওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সকল আহমদী মুসলমান, বিশেষ করে কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যগণের জন্য সব সময় সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকা ও তাকওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া চেষ্টা করা আবশ্যক। পরিশেষে আমি দোয়া করি যেন আল্লাহতা’লা আপনাদের সকলকে এ তৌফিক দান করেন যেন আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনারা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন।”